দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 12 DEC 2002
পৃষ্ঠা ... ৭৩ কলাম ২

সার্ক সম্মেলন স্থগিত

অবশেষে সার্ক-এর দ্বাদশ শীর্ষ সম্মেলন স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ১১ থেকে ১৩ জানুয়ারী পর্যন্ত পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে এই শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। গত সোমবার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানাতে গিয়ে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর যোগদানের ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে অবহিত ও নিশ্চিত না করায় অনির্দিষ্টকালের জন্য শীর্ষ সম্মেলন স্থগিত ঘোষণা করতে হয়েছে। পাকিস্তান একইসাথে ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে যে, তারিখ নির্ধারিত হওয়ার পর থেকেই ভারত স্যাবোটাজ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। উদাহরণ দিতে গিয়ে পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর একটি পূর্বশর্তের কথা উল্লেখ করেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী কিছুদিন আগে বলেছেন, অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যদি কার্যকর অগ্রগতি হয়, তাহলেই তিনি শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন। ভারতের পক্ষ থেকে একযোগে পাকিস্তানের বিরুদ্ধেও অভিযোগ আনা হয়েছিল। ভারত বলেছে, পাকিস্তান দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতা বাড়ানোর ব্যাপারে আগ্রহী নয়। প্রসঙ্গক্রমে সাপটা'র কাঠমন্ডু বৈঠকের দৃষ্টান্ত টেনে এনে এর ব্যর্থতার জন্য ভারত পাকিস্তানকে দায়ী করেছে এবং শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণের পূর্বশর্ত হিসেবে পাকিস্তানের কাছে আগেই সহযোগিতা বৃদ্ধির আশ্বাস ঘোষণার দাবী জানিয়েছে। অন্যদিকে পাকিস্তান স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে যে, শীর্ষ সম্মেলন নিয়ে কোনোরকম পূর্বশর্ত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কিন্তু পাকিস্তানের এই বক্তব্য অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত হলেও ভারতীয়রা নিজেদের অবস্থানে অনড় থেকেছেন এবং ক্রমাগত জটিলতা বাড়িয়েছেন। ভারতের পররাষ্ট্র দফতরের পাশাপাশি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা ব্রজেশ মিশ্রও সাম্প্রতিক দিনগুলোতে শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেছেন। চুক্তিগত বাধ্যবাধকতার কারণে ভুটানও ভারতের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। ফলে, পাকিস্তানের জন্য সম্মেলন স্থগিত ঘোষণা করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকেনি। এর কারণ, সার্ক সনদে বলা হয়েছে, সাত সদস্যের মধ্যে কোনো একটি সদস্য রাষ্ট্রও যদি অংশ নিতে আপত্তি জানায়, তাহলে শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে পারবে না।

উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে, একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন স্থগিত হয়ে যাওয়ার ঘটনা সকল বিচারে অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। সার্ক-এর ধারণা দানকারী ও প্রথম সার্ক শীর্ষ-সম্মেলনের আয়োজক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের পক্ষ থেকেও এ প্রসঙ্গে হতাশা ও বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে। আমরা মনে করি, বিষয়টিকে হাল্কাভাবে দেখার কোনো সুযোগ নেই। কারণ, পর্যালোচনায় অনস্বীকার্য হয়ে উঠবে যে, যে একটি মাত্র সদস্য রাষ্ট্রের নেতিবাচক নীতি-কৌশল, অবস্থান ও কার্যক্রমের কারণে প্রতিষ্ঠার পর থেকে সার্ক বাধাগ্রস্ত হয়ে এসেছে, সর্বশেষ ক্ষেত্রেও সে একই রাষ্ট্র তথা ভারতই সমস্যার সৃষ্টি করেছে। আমরা মনে করি এবং একথা অনেক উপলক্ষে বলাও হয়েছে যে, পাকিস্তান বা অন্য কোনো সদস্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থাপন করার আগে ভারতের উচিত নিজের নীতি-কৌশল ও সামগ্রিক কার্যক্রমের মূল্যায়ন করা। তেমন কোনো মূল্যায়নের ফলাফল ভারতের অনুকূলে যাবে না; বরং এ সত্যই প্রতিষ্ঠিত হবে যে, মূলত ভারতের কারণে একদিকে সার্ক সবসময় বাধাগ্রস্ত হয়েছে এবং অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়ায় জনগণের প্রত্যাশিত সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন অর্জন করা সম্ভব হয়নি। কারণ, ভারত একমাত্র রাষ্ট্র, যার সঙ্গে সার্ক-এর সকল সদস্য রাষ্ট্রের অসংখ্য সমস্যা রয়েছে এবং সমস্যাগুলোকে ভারতই টিকিয়ে রেখেছে। প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত হিসেবে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বিশাল বাণিজ্য ঘাটতি, বছরে প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা মূল্যের পণ্যের চোরাচালান, সীমান্ত চিহ্নিতকরণ, ফারাক্কা বাঁধসহ পানি সমস্যা, ছিটমহল হস্তান্তর প্রভৃতি অনেক সমস্যার মাধ্যমেই ভারত বাংলাদেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে চলেছে। বাংলাদেশের প্রতি সম্প্রসারণবাদী ও আধিপত্যবাদী নীতি ও কার্যক্রমের বিষয়েও নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। পাকিস্তানের সঙ্গে তো বটেই, নেপাল ও শ্রীলংকার সঙ্গেও ভারতের সম্পর্কে তিক্ততা রয়েছে এবং কোনো একটি দেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ব্যাপারেই ভারত কখনো সামান্য আগ্রহ দেখায়নি। এসব কারণে ভারতের উপস্থাপিত অভিযোগও সমর্থনযোগ্য হতে পারেনি-বাস্তবে বরং ভারতের নেতিবাচক মনোভাবই প্রাধান্যে এসেছে। গভীর হতাশা ও আশংকা ব্যক্ত করার পাশাপাশি আমরা তাই ভারতীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি সার্ক-এর প্রশ্নে নীতি-কৌশল, অবস্থান ও কার্যক্রম পরিবর্তন করার আহবান জানাই। আমরা আশা করতে চাই, ভারত এ অঞ্চলের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি যথোচিত সম্মান দেখাবে, সার্ককে বাধাহীনভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেবে এবং সকল সদস্য রাষ্ট্রের সঙ্গে বিদ্যমান সমস্যাসমূহের মীমাংসা করার উদ্যোগ নেবে। আমরা আরো আশা করি, সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সার্ক-এর ইসলামাবাদ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে এবং সার্ককেন্দ্রিক সকল আশংকা ও অনিশ্চয়তার অবসান ঘটবে।